নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট

বলদিয়া ক্রিকেট ব্যাট ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত মত বিনিময় সভার প্রতিবেদন

০২ এপ্রিল ২০১৪, রোজ বুধবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকা

মধ্য বিন্না, বলদিয়া, নেছারাবাদ, পিরোজপুর

আয়োজনেঃ এসএমই ফাউন্ডেশন

রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা - ১২১৫, বাংলাদেশ

নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট

বলদিয়া ক্রিকেট ব্যাট ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত মত বিনিময় সভার প্রতিবেদন

এসএমই ফাউন্ডেশন

রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা - ১২১৫, বাংলাদেশ

সূচী পত্রঃ

অধ্যায়ঃ		পৃষ্ঠা নাম্বার
১. সারাংশ	ঃ	
ক. ভূমিকা	.....	৪
খ. লক্ষ্য	.....	৫
গ. কর্ম পদ্ধতি	.....	৬
ঘ. উক্ত ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন	.....	৬
ঙ. যোগাযোগ তথ্যাদি	.....	৭
চ. ব্যবহৃত নথিপত্র	.....	৭
২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি	ঃ	
ক. ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকা	.....	৮
খ. পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতা	.....	৮
গ. ব্যবহৃত কাচাঁমাল	.....	৮
ঘ. বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	.....	৯
ঙ. উৎপাদন পদ্ধতি	.....	৯
চ. বাজারজাতকরণ পদ্ধতি	.....	১০
৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি	ঃ	
ক. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	১১
খ. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	১১
গ. রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	১১
ঘ. ভবিষৎ সম্ভাবনা	.....	১১
৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী	ঃ	১২
৫. সুপারিশমালা	ঃ	১৩
৬. উপসংহার	ঃ	১৪

অধ্যায় - ১. সারাংশ

ভূমিকাঃ

প্রায় ২৭-২৮ বছর পূর্বে মধ্য বিন্না গ্রামের বাসিন্দা জনাব আবুল কালাম জীবিকার তাগিদে ঢাকা এসে কাজ নেন "খেলার সাথী স্পুর্টস" নামে একটি খেলাদুলা সরঞ্জাম তৈরীর কারখানায়। এখানে তিনি ফুটবল, শিল্ড, ক্যারম বোর্ড তৈরীর কাজ করতেন। পাকিস্তানের শিয়ালকোর্ট থেকে কারিগর নিয়ে এসে একই কারখানা ক্রিকেট ব্যাট তৈরী শুরু করে। তাদের তৈরী ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে আবুল কালাম নিজের গ্রামের বাড়ি যান এবং নিজে নিজে কয়েকটি কাঠের ক্রিকেট ব্যাট তৈরী করে নমুনা হিসেবে নিয়ে আসেন ঢাকায়।

ঢাকায় তার তৈরী ক্রিকেট ব্যাট গুলো ভাল দামে বিক্রি হয় এবং তিনি আরো বেশী পরিমানে ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর চাহিদা পান। তাই গ্রামে ফিরে গিয়ে ভাতিজা মোঃ ফাইজুল হক এবং আরো একজন সহযোগি নিয়ে নিজেই ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে ফাইজুল হক সহ আশ পাশের পাঁচ গ্রামে গড়ে উঠেছে প্রায় ২৫০-৩০০টি ক্রিকেট ব্যাট প্রস্তুত কারখানা। যার মধ্যে বর্তমানে একটি ছোট কারখানায়ও বছরে ১৫ - ২০ হাজার টি ক্রিকেট ব্যাট তৈরী হয়ে থাকে। মাঝারি ও বড় কারখানা গুলোতে বছরে ৫০-৭০ হাজার টি ক্রিকেট ব্যাট প্রস্তুত হয়। যা শুধু বিন্না নয় আশপাশের গ্রাম উরিবুনিয়া, কাটাখালী, ডুবি, পঞ্চবেকী, খেজুরবাড়ি এবং কেরামুদ্দির খাল এলাকার প্রায় ৩.৫ - ৫ হাজার মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান সহ ১০-১২ হাজার মানুষের দৈনন্দিন জীবন ধারণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘ ২৭-২৮ বছরে এই ক্লাস্টারটি নিরবে নিভৃতে অবদান রেখে চলেছে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে। প্রস্তুত করছে ক্রমবর্ধ্বমান চাহিদা সম্পন্ন একটি আমদানী বিকল্প পণ্য। কিন্তু অতীব দুঃখের ব্যাপার আজ পর্যন্ত উক্ত ক্লাস্টারটি সরকারী / বেসরকারী কোন মহলের কোন ধরণের উন্নয়ন সহযোগিতা পায় নাই। বিদ্যুতের সংযোগ না থাকায় কারখানাগুলো ডিজেল জেনারেটরের উপর ভিত্তি করে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। যার ফলে তাদের উৎপাদন খরচ বেশী হয়। বিদ্যুৎ সংযোগ পেলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন খরচ কমে আসতো কয়েকগুন।

ব্যাংক ঋণ, উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের আরো দক্ষ ব্যবস্থাপনা সেবা পেলে উক্ত ক্লাস্টারে বিদেশে রপ্তানী যোগ্য ক্রিকেট ব্যাট তৈরী করা সম্ভব। যা থেকে দেশ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে।

লক্ষ্যঃ

পর্যায়ক্রমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী চিহ্নিত সকল এসএমই ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপনের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে " নিড্স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট "-শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় গত অর্থবছরে দুইটি পাইলট সহ মোট পাঁচটি ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করা হয়েছিল। বর্তমান (২০১৩-১৪) অর্থবছরে গত বছরের দুইটি সহ মোট দশটি ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করা হবে।

এরই ধারাবহিকতায় বিগত ০২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে বলদিয়া ক্রিকেট ব্যাট ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয় এবং ০৩ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ১০ জন উদ্যোক্তার বিশেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নের অন্তরায় সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন / সরকার / উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠান সমূহ কী কী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে সেগুলো নির্ধারণ করা।

কর্ম পদ্ধতিঃ

একটি উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নের অন্তরায় গুলো চিহ্নিত করণ এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা পরিচালনা করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে আলোচনা সঞ্চালনা করা হয়েছে। একই সাথে প্রশ্নমালাটি বিতরণ করে উদ্যোক্তাগণের দ্বারা পূরণ করানো হয়েছে। এর ফলে আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের মৌখিক এবং প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে লিখিত মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম দিন আলোচনা পরবর্তী সময়ে প্রায় ৫-৭টি কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শণ করা হয়। পরিদর্শনের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয় যে, বৈঠকে উপস্থাপিত বিষয়াবলীর সাথে বাস্তবের কতটুকু সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

এছাড়াও প্রত্যেক উদ্যোক্তা যেন নির্ভয়ে / অসংকুচে নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলেধরতে পারেন তাই পরের দিন ১০ জন উদ্যোক্তাকে এককী একটি রুমে ডেকে / তাদের কারখানায় একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত একান্ত সাক্ষাৎকারে উদ্যোক্তাগণের দাহ্যিক আচরণ ও ব্যাক্তিত্বের উপর করা নজরদারীর করে বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে তারা সত্য উপস্থাপন করছেন কী না। একই ইস্যুতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোক্তাগণের প্রদত্ত তথ্য উপাত্তের মধ্যে তুলনা করার সুযোগ হয়েছে এই একান্ত সাক্ষাৎকারগুলোর ফলাফল থেকে।

বলদিয়া ক্রিকেট ব্যাট ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন?

মাত্র ৩ জন উদ্যোমী মানুষের হাতে শুরু হওয়া ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর একটি মাত্র কারখানা থেকে গত ২৭-২৮ বছরে বলদিয়া ইউনিয়নের ৫/৬টি গ্রামে আজ ২৫০-৩০০ টি ছোট বড় কারখানা গড়ে উঠেছে। নারী ও পুরুষ

উভয়েই এই শিল্পের কর্মী হিসেবে কাজ করছে। মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩৫০০ - ৫০০০ জন। তারা শতভাগ দেশীয় কাচাঁমাল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই শিল্পকে সচল রেখে চলেছেন। উক্ত ক্লাষ্টারের বাৎসরিক আয়ের পরিমান প্রায় ৩ - ৪.৫ কোটি টাকা। একটু সহায়তা পেলেই এই ক্লাষ্টার জাতীয় অর্থনীতিতে আরো বেশী পরিমানে অবদান রাখতে পারবে। কারণ এটি বাংলাদেশের নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবহার করে নান্দনীক সব ক্রিকেট ব্যাট প্রস্তুত করে চলেছে। বিশ্বব্যাপি ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্ববাজারে ক্রিকেট ব্যাটের চাহিদা ক্রমবর্ধ্বমান। তাই ক্রিকেট ব্যাট রপ্তানীর সম্ভাবনা ও অতি উজ্জল।

উপমহাদেশে বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তান ক্রিকেট ব্যাট প্রস্তুতিতে অগ্রগণ্য। বিশ্ববাজারে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাইপে, জামার্নী, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম, ভারত, শ্রিলংঙ্কা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডে ক্রিকেট ব্যাট তৈরী কওে থাকে। অতএব; উপরোল্লেখিত দেশের বেষ্ট প্রাকটিস গুলো বাংলাদেশে র‍্যপ্লিকিট করতে পারলেও আমরা অনেক দুর এগিয়ে যেতে পারব।

যোগাযোগ তথ্যাদিঃ

রাজধানী ঢাকার সাথে নেছারাবাদের (পিরোজপুর) যোগাযোগ সড়ক ও নৌ দুই পথেই ভাল। পিরোজপুরের নেছাড়াবাদ উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের বিন্না, পঞ্চবটি, উরিবুনিয়া, কাটাখারী, ডুবি, খেজুর বাড়ী ও কেরামদ্দির খাল সহ প্রায় ৫/৬ টি গ্রাম নিয়ে উক্ত ক্লাষ্টারটি অবস্থিত।

ব্যবহৃত নথিপত্রঃ

উদ্যোক্তাগণের সাথে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় একটি প্রশ্নমালা (সংযুক্তি - ১) ব্যবহার করা হয়। সভায় উপস্থিতি তালিকা (সংযুক্তি - ২) এত্দ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

অধ্যায় - ২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি

ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকাঃ

বিভিন্ন সাইজের প্রায় নয় ধরণের ক্রিকেট ব্যাট উক্ত ক্লাষ্টাওে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতাঃ

এখানে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্থানীয় মানের ক্রিকেট ব্যাট প্রস্তুত করা হয়। যাদের উৎপাদন প্রদ্ধতি সেকেলে হওয়ায় ব্যাটের মান ও সাইজ স্থানীয় মানের। আধুনিক প্রযুক্তি ও মানসম্মত কাঁচামাল সরবরাহ করা হলে উক্ত ক্লাষ্টারে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক মাণের ক্রিকেট ব্যাট উৎপাদন তথা রপ্তানী করা সম্ভব হবে বলে উৎপাদকগণের অভিমত।

চীন, তাইপে, পাকিস্তান -এর প্রযুক্তি পরিদর্শন পূর্বক উক্ত ক্লাষ্টারের প্রযুক্তি উন্নয়ন করা হলে এখানকার পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতা দুই বৃদ্ধি পাবে।

ব্যবহৃত কাঁচামালঃ

বিভিন্ন প্রকারের কাঠ যেমনঃ নীম, জীবন, কদম, আমড়া, তুলা, গেওয়া, ষ্টাম্বল, ও কেরোসিন কাঠ ব্যাট উৎপদনের প্রধান কাঁচামাল। এছাড়াও গাম, গ্রিপ, ষ্টিকার, টেপ, ইনজুরী টেপ, ল্যমনেটিং পেপার, পলি পেপার, সিরিশ কাগজ, ফোম, চক পাউডার, রং, স্পিরিট, বার্ণিশ ও গালা ইত্যাদি ক্রিকেট ব্যাটের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ

ক্লাষ্টারের প্রধান যন্ত্রপাতি গুলো হচ্ছে দা, কুড়াল, হাতুরী, করাত, রানদা, সার্কোলার মেশিন, জেনারেটর, ডিজেল মেশিন, স্প্রে ও ল্যামনেটিং মেশিন ইত্যাদি।

উৎপাদন পদ্ধতিঃ

বর্তমানে এই ক্লাষ্টারে মূলত প্রাচীন পদ্ধতিতেই ক্রিকেট ব্যাট উৎপাদন করা হয়ে থাকে। সংগ্রহকৃত কাঠ গুলো ব্যাটের আকৃতিতে কেটে রুদে শুকানো হয়। রুদে শুকানোর পর রানদা দিয়ে মসৃন করা হয়। রাউন্ড মেশিন দিয়ে হাতল গোল করে কাঁটা হয়। গাম লাগিয়ে হাতল ব্যাটের বডির সাথে সংযুক্ত করা হয়। রাবারের হাতল লাগিয়ে ষ্টিকার লাগানো হয়। ষ্টিকার শুকিয়ে গেলে ব্যাটটি ল্যামনেটিং করা হয়।

একসাথে প্রায় এক হাজার ব্যাট প্রস্তুত হলে ঢাকায় পাঠানো হয়। তবে অনেক উদ্যোক্তা সাদা ব্যাট (হাতল ও ষ্টিকার লাগানোর পূর্বে) ঢাকা পাঠিয়ে থাকেন। যেগুলো ঢাকা শহরের বিভিন্ন কারখানাতে চূড়ান্ত ব্যাট প্রস্তুত করা হয়।

বাজারজাতকরণ পদ্ধতিঃ

বলদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে উৎপাদিত ব্যাট অথবা সাদা ব্যাট ঢাকার সদরঘাটে পাইকারী বিক্রির জন্য প্রেরণ করা হয়। সদরঘাট পাইকারী বাজারের মাধ্যমে ব্যাট দেশের বিভিন্ন স্থানে পাইকারী দোকানদার হয়ে খুচড়া দোকানে বিক্রি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাটের খুচড়া বিক্রয় মূল্যের সাথে পাইকারী বিক্রয় মূল্যের একটি উল্লেখযোগ্য ফাকার পরিলক্ষিত হয়।

ঢাকায় যে সকল দোকানে বলদিয়া ক্রিকেট ব্যাট ক্লাষ্টার হতে ব্যাট সরবরাহ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ শাওন খেলাঘর, খেলার সাথী, নোমান স্পুর্টস (চক বাজার), চায়না খেলা ঘর (ছোট কাটরা), ফারুক স্পুর্টস (গুলিস্তান), আলামীন স্পুর্টস, রাজ্জাক স্পুর্টস (মৌলভী বাজার), দেলোয়ার স্পুর্টস (গুলিস্তান), সবুজ সাথী খেলা ঘর, হাজী স্পুর্টস (চট্টগ্রাম) ইত্যাদি।

অধ্যায় - ৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর প্রযুক্তি স্থানীয় উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব আত্মীকরণকৃত। এই বিষয়ে বিগত ২৭-২৮ বছরেও তারা কোন প্রকার প্রশিক্ষণ লাভ করে নাই।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উক্ত ক্লাষ্টারের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে নানা জটিলতার সম্মূখীন হচ্ছেন। যেহেতু গ্রামের জমি জমার মূল্য তুলনামূলক কম তাই এখানকার উদ্যোক্তাগণ জমি জামানত রেখেও পর্যাপ্ত পরিমান ঋণ লাভে সক্ষম হয় না। তাই ব্যাংক ঋণের প্রতি এখানকার উদ্যোক্তাগণের বিরোপ ধারণা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, নিকটস্থ ইন্দ্রেরহাট বাজারে সোনালী ব্যাংক, রুপালী ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, পুবালী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংক এর শাখা রয়েছে।

তাই এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোল সেলিং কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ক্লাষ্টারে অর্থ্যায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের ঋণের চাহিদা জন প্রতি ১-৩ লক্ষের মধ্যে।

রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উক্ত ক্লাষ্টারে উৎপাদিত ব্যাট প্রদানতঃ জাতীয় বাজারে বিক্রি হয়ে থাকে। তবে মান সম্মত ক্রিকেট ব্যাট উৎপাদন সম্ভব হলে রপ্তানী সম্ভবনা প্রবল।

ভবিষৎ সম্ভাবনাঃ

ক্রিকেট খেলা ক্রমান্বয়ে তার জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রিকেট ব্যাটের চাহিধাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই উক্ত ক্লাষ্টারের ভবিষৎ সম্ভাবনা স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক দুই দৃষ্টিকোন থেকেই ভাল।

অধ্যায় - ৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী

উক্ত ক্লাষ্টারের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী নিম্নরূপঃ

১. উক্ত ক্লাষ্টারে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা যাচ্ছে না তাই উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

২. ক্লাষ্টারের রাস্তাঘাট গুলো পাঁকা না হওয়ার কারনে পণ্য ও কাঁচামাল পরিবহনে সমস্যা হচ্ছে।

৩. ব্যাংক ঋণ না পাওয়া অথবা চাহিদার তুলনায় অতি অল্প পরিমানে ঋণ পাওয়া।

৪. উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিক কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা।

৫. প্রশিক্ষণের অভাব।

৬. বাজারজাতকরণ সহায়তা না পাওয়া।

৭. আধুনিক ই-মার্কেটিং, ই-বিজনেস সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

অধ্যায় - ৫. সুপারিশমালা

বলদিয়া (নেছারাবাদ, পিরোজপুর) ক্রিকেট ব্যাট ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ-

ক. স্বল্প মেয়াদী (৬ মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যে)ঃ

১. এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণকে স্বল্প সুদে ঋণ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. কাঠ মৌসুমীকরণের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

৩. পণ্যের মাণ উন্নয়নের জন্য উৎপাদন পদ্ধতির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

খ. মধ্য মেয়াদী (১ বছর থেকে ৩ বছরের মধ্যে)ঃ

৪. উক্ত ক্লাষ্টারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার জন্য এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫. পাকিস্তান অথবা চীনের আধুনিক ক্রিকেট ব্যাট উৎপাদন কৌশল পরিদর্শণের ব্যবস্থা করা।

৬. বাজারজাতকরণ সহজীকরণের লক্ষ্যে ক্রেতা বিক্রেতা সমাবেশ / মেলা আয়োজন।

৭. উক্ত ক্লাষ্টারের রাস্তাগুলো পাঁকা করার জন্য এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ. দীর্ঘ্য মেয়াদী (৩ বছরের অধিক সময়ের মধ্যে) ঃ

৮. বলদিয়া ক্রিকেট ব্যাট ক্লাষ্টারকে সমন্বিত উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে একটি মডেল ক্লাষ্টার হিসেবে গড়ে তুলা যেতে পারে।

অধ্যায় - ৬. উপসংহার

ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্বব্যাপি ক্রিকেট ব্যাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। তাই উন্নত মানের ক্রিকেট ব্যাট উৎপাদন করার জন্য বলদিয়া ক্রিকেট ব্যাট ক্লাষ্টারটিকে একটি আধুনিক ক্লাষ্টার হিসেবে গড়ে তুলা এখন সময়ের দাবী। যার মাধ্যমে দেশে ক্রিকেট ব্যাটের আমদানী কমানো এবং ক্রিকেট ব্যাট রপ্তানীর মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃএব উক্ত ক্লাস্টারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, রাস্তাঘাট পাঁকাকরণ, ব্যাংক ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উক্ত ক্লাষ্টারটিকে একটি মডেল ক্লাষ্টার হিসেবে গড়ে তুলা সম্ভব হবে।